



228411 - কোন ইজতহাদি মাসয়ালায় কটে যদি কোন আলমেরে তাকলদি করে থাকেন সক্ষেত্রে তার আমল সহি; তাকে সে আমল পুনরায় আদায় করার নরিদশে দয়ো হবে না; এমনকি পরবর্তীতে যদি তার কাছে প্রতপিন্ন হয় যে, অন্য মতটি অগ্রগণ্য; তবুও

প্রশ্ন

আমি একজন নারী। আমি আপনাদের ওয়েব সাইটে এক ফতোয়া থেকে জানতে পারলাম যে, শপথ ভঙ্গরে কাফফারা নগদ অর্থ দিয়ে আদায় করলে সহি হবে না। এ ফতোয়া পড়ার আগে আমি কাফফারা আদায় করছি। ইতপূর্বে আমি যে কাফফারাগুলো আদায় করছি সেগুলো কনিতুনভাবে আদায় করতে হবে? উল্লেখ্য, আমি কয়বার কাফফারা আদায় করছিলাম সে সংখ্যা জানা নই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নগদ অর্থের কাফফারা আদায় করা এমন একটা ইজতহাদি মাসয়ালা যে মাসয়ালায় আলমেগণ মতভদে করছেন। ইতপূর্বে [124274](#) নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ মাসয়ালায় অগ্রগণ্য মত হলো, নগদ অর্থের কাফফারা আদায় করা জায়যে হবে না। এটা জমহুর আলমেরে অভিমত।

এ মাসয়ালায় ইমাম আবু হানফি (রহঃ) মতভদে করছেন; তিনি নগদ অর্থের কাফফারা আদায় করাকে জায়যে মত দিয়েছেন।

দুই:

যে সকল ইজতহাদি মাসয়ালায় আলমেগণ মতভদে করছেন সেগুলো হচ্ছে এমন মাসয়ালা যগুলোর ক্ষেত্রে কুরআনের কথিবা হাদিসের অকাট্য কথিবা অকাট্যের কাছাকাছি কোন দলিল নই। সব হচ্ছে, আলমেগণের উদ্ভাবতি: অতএব, এমন বিষয়ে কটে যদি কোন একজন আলমেরে তাকলদি করেন এতে কোন অসুবিধা নই। পরবর্তীতে যদি তার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, অপর মতটি অগ্রগণ্য তখন তার কাছে যেটা অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয়েছে সে মত অনুযায়ী আমল করবে। আর প্রথম অভিমতের ভিত্তিতে যে আমল করা হয়েছে সেটোও সহি এবং আদায় হিসেবে গণ্য, পুনরায় সেটা আদায় করতে হবে না। এটা একটা সাধারণ মূলনীতি। এ ধরণের অনেকে মাসয়ালা রয়েছে।



শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

এ ধরণের ইজতহিদপূরণ মাসয়ালার ক্ষেত্রে কাউকে জোর করে বাধা দয়া যাবে না। কারণে এমন কোন অধিকার নই য়ে, তিনি মানুষকে তার অনুসরণ করতে বাধ্য করবনে। বরং তিনি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারনে। এর ভিত্তিতে য়ার কাছে দুইটি অভিমতের মধ্যে একটির বিশুদ্ধতা প্রতীয়মান হব়ে সে ঐ মতের অনুসরণ করব়ে। আর য়ে ব্যক্তি অপর কোন অভিমতের অনুসরণ করব়ে তাকে বাধা দয়া যাবে না।[মাজমুউল ফাতাওয়া (৩০/৮০)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া একটা মাসয়ালার উল্লেখ করেছেন য়ে মাসয়ালার ইমামগণ মতভেদে করেছেন: এর মাধ্যমে কি ববিহ হারাম হব়ে; নাকি হব়ে না?

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: এ বিষয়ের প্রত্যেকেটি অভিমতের পক্ষে অনেকে আলমে রয়ছেন: য়মেন ইমাম শাফয়ে, এক বর্ণনা মতে ইমাম মালকে এটা বধৈ হওয়ার পক্ষে। আর ইমাম আবু হানফি, ইমাম আহমাদ, অপর এক বর্ণনা মতে ইমাম মালকে এটা হারাম হওয়ার পক্ষে।

এ ধরণের মাসয়ালার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি কোন এক অভিমতের তাকলদি করে তাহলে সেটা জায়যে হব়ে।[মাজমুউল ফাতাওয়া (৩২/১৪০)]

‘সত্রীর উপর য়াত তলাক না বর্তায়’ সজেন্য জনকে আলমে একটা কৌশল গ্রহণের পক্ষে ফতওয়া দয়িছেন সেটা ‘ইবনে জুরাইজের মাসয়ালার’ নামে প্রসদিধ; এ সম্পর্কে শাইখুল ইসলামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ইসলামে এ ধরণের ফতওয়া অভনিব। সাহাবায়ে কেরাম বা তাবয়ীদরে কটে কথিবা চার ইমামরে কটে এ ধরণের ফতওয়া দনেনি। এই ফতওয়া দয়িছেন পরবর্তীকালরে কছু আলমে। জমহুর আলমে এর প্রতবিদ করেছেন। তবে, এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে কটে যদি কারো তাকলদি করে থাকে এবং পরবর্তীতে তওবা করে নেয় তাহলে আল্লাহ তার পূর্বকৃত গুনাহ মাফ করে দবিনে। সে তার সত্রীকে বছির্ন করে দতি হব়ে না; যদি সে তা’বলিকারী তথা পরোক্ষ অর্থগ্রহণকারী হয় থাকে।[সমাপ্ত, মাজমুউল ফাতাওয়া (৩৩/২৪৪)]

শাইখুল ইসলামকে এমন একটা লনেদনে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় য়ে লনেদনেকে মানুষ সুদ খাওয়ার জন্য একটা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে তখন তিনি এ লনেদনে হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করার পর বলেন: কটে যদি এমন কোন লনেদনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে য়ে লনেদনেগুলোর ব্যাপারে উম্মতের আলমেগণ মতভেদে করেছেন য়মেন জিজ্ঞাসতি মাসয়ালারি ও এ জাতীয় অন্যান্য মাসয়ালার যদি তিনি এ ক্ষেত্রে তা’বলিকারী (পরোক্ষ অর্থ গ্রহণকারী) হন এবং ইজতহিদরে কারণে কথিবা কোন আলমেরে তাকলদি করার কারণে অথবা কোন আলমেরে অনুকরণে কটে যদি এটাকে জায়যে বিশ্বাস করনে নতুবা তাকে কোন কোন আলমে জায়যে হওয়া মরমে ফতওয়া দয়িছেন ইত্যাতি তাহলে অর্জতি এ সম্পদগুলো বর্জন করা তাদের উপর আবশ্যিক নয়। এমনকি পরবর্তীতে যদি তাদের কাছে প্রতীয়মান হয় য়ে, তাদের গৃহীত



রায় ভুল ছিল, যনি ফতওয়া দিয়েছেন তিনি ভুল করেছেন তদুপরও। কারণ তারা একটা ব্যাখ্যার পরপ্রিক্ষেপিতে সে সম্পদগুলো গ্রহণ করতেন। কিন্তু, তাদের কর্তব্য হচ্ছে তারা যদি সঠিক ইলম শুনতে পায় তাহলে এ সকল সুদী কারবার থেকে তওবা করা...”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/৪৪৩-৪৪৫)]

যে ব্যক্তি এসব কারবার হারাম মর্মে জানেন তার উচিত সটো মান্য করা। যারা এসব কারবার জায়যে হওয়া মর্মে ফতওয়া দেন তাদের তাকলদি না করা। তবে তা’বলি (পরোক্ষ অর্থ) এর উপর ভিত্তি করে এসব কারবারের মাধ্যমে যসেব সম্পদ অর্জিত হয়েছে সসেব সম্পদ সদকা করে দেয়া আবশ্যিক হবে না। বরং সগোলোর উপর তার মালকিনা সহি।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যনি নগদ অর্থের সাদাকাতুল ফতির আদায় করেনে জবাবে তিনি বলেন: সদাকাতুল ফতির নগদ অর্থের আদায় করা ভুল; এভাবে আদায় করলে তা পরশিোধ হবে না। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যে আমলের ব্যাপারে আমাদের অনুমোদন নহে সটো প্রত্যাখ্যাত”। সহি বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদাকাতুল ফতির বা ফতির ফরজ করেছেন: এক সা’ পরিমাণ খজুর কথিবা যব।”[ফরয করার মানে হচ্ছে- যা পালন করা অকাট্যভাবে আবশ্যিকীয়।

কিন্তু, কিছু কিছু আলমে নগদ অর্থের ফতির আদায় করা জায়যে হওয়ার পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। তাই যে ব্যক্তি এ ধরণের মতাবলম্বী কোন আলমের তাকলদি করে সদাকাতুল ফতির আদায় করেন তাহলে সটো আদায় হয়ে যাবে; যদি তিনি এ মাসয়ালায় হক কোনটা সটো না জানেন।

আর যে ব্যক্তি জানে যে, অবশ্যই খাদ্য দিয়ে ফতির আদায় করতে হবে; কিন্তু তিনি আদায় করা সহজ বধি়য় নগদ অর্থ দিয়ে ফতির পরশিোধ করেছেন সেক্ষেত্রে তার ফতির আদায় হবে না।[নূরুন আলাদ দারব ফতওয়াসমগ্র (২/১০) থেকে সংকলতি]

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, আপনি নগদ অর্থের শপথের কাফফারা আদায় করেছেন সটো আদায় হয়ে গেছে। সসেব কাফফারা আপনাকে পুনরায় আদায় করতে হবে না। তবে, পরবর্তীতে আপনি যদি কোন কাফফারা আদায় করেন সেক্ষেত্রে খাদ্য দিয়ে কাফফারা আদায় করা আবশ্যিক হবে।

আল্লাহই ভাল জানেন।